একুশের গুগুল ডুডুল

জন মার্টিন

সব সময় কি কেবল সাফল্যের গান গাইতে হয়? নাকি মাঝে মাঝে আমরা কি কি পারিনি তার লিষ্টিটাও তৈরী করা প্রয়োজন? নানা জনের নানা মত থাকতে পারে- তবে একটি গবেষণার কথা বলি। গবেষনাটি ছোট শিশুদের নিয়ে। একদল শিশুকে বড় করা হয়েছিল কেবল প্রশংসা আর সাফল্যের পরিবেশে যেখানে ওদের ধারনা দেওয়া হয়েছিল ওরা সবকিছুতেই ভাল করে এবং সফল হয়। অন্য দলকে সাফল্যের পাশাপাশি শেখানো হয়েছিল ওরা কি কি পারেনা । অর্থাৎ ব্যর্থতাকেও জীবনে কিভাবে মেনে নিতে হয়। ফলাফলটি কি হয়ে ছিল জানেন? ঐ দ্বিতীয় দলের শিশুরা বড় হয়ে জীবনে বেশী সফলতা পেয়েছে এবং জীবনের উত্থান/পতনকে মেনে নিয়েছে বেশী সহজ করে । তাহলে হিসাবটা দাড়ালো এই যে শিশুদের কেবল সাফ্যলের প্রশংসা করা ঠিক নয়। সাথে সাথে ব্যর্থতা কিভাবে মেনে নিতে হয় তাও শেখানো উচিত। এই গবেষনাটি আমি শিশু বেলায় পড়িনি। পড়লাম বৃদ্ধ বয়সে -তাই আজকে একটি ব্যর্থতার গল্প সবাইকে বলব।

দেশ ছেড়ে যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রবাসী হয় তাদের অনেক ধরনের যন্ত্রনার মধ্যে জন্মভূমির প্রেমে নতুন করে পড়ার ঘটনা খুবই প্রবল। আমরা নতুন করে নিজের ভাষা সংস্কৃতি আর দেশকে আবিষ্কার করি। যে গান দেশে থাকতে তেমন মনোযোগ দিয়ে শোনা হয়নি- সেই গান বস্নু মাউন্টের রাস্ত্মায় শুনলে যেন গানের ভিন্ন অর্থ খুঁজে পাই। অপরিচিত আকাশ বাতাস আর মানুষের মাঝে বাংলা গান, বাংলা কথা শুনলে মুহূর্তেই ঐ শিকড়ের সাথে নাড়ীর টান অনুভব করি। এই সবই কিন্তু আমাদের অভিবাসনের প্রক্রিয়া । এটা যে শুধু বাঙ্গালীদের হয় তা নয়। অভিবাসনের উপর বেশ কিছু গবেষনা হয়েছে যা নিশ্চিত করে যে শুধু বাঙ্গালীরাই উৎসব,মেলা,অনুষ্ঠান এবং সব শেষে সংগঠন (এবং সংগঠনের ভাঙ্গা-গড়ার খেলা সহ) করে না। এই দলে আরো অনেক দেশের মানুষ আছে যারা প্রায় একই রকম কাজ করে- ঐ অভিবাসনের প্রক্রিয়ার কারনে । অতএব অনুষ্ঠান,সংগঠন নিয়ে আমাদের যে মতভেদ, দলাদলি, কাঁদা ছুড়াছুড়ি -এসব নিয়ে এখন আর আমার কষ্ট লাগে না।

আমিও যে এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার বাইরে তা নয়। এই যেমন আন্তর্জাতিক ভাষা দিবষকে উপলক্ষ্য করে একটি ডকুমেন্টরি তৈরী করেছিলাম। তাও ছিল এই অভিবাসন প্রক্রিয়ার অংশ। কিছু লোক ছবিটি দেখে/না দেখে কড়া সমালোচনা করল! তবে ভাগ্যিস প্রশংসার সংখ্যাটি ছিল আকাশ ছোঁয়া-তাই এই যাত্রায় বেঁচে গ্যাছি। কিন্তু কেন জানি মনে একটা অশান্তি ছিল এই একুশ নিয়ে। যে একুশ একদা ছিল কেবল বাঙ্গালীদের - এমন কি ঐ পশ্চিম বঙ্গের বাঙ্গালীদেরও নয়, সেই একুশ যখন আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেল-তখনও আমরা আমাদের একুশকে আমাদের কবজা থেকে ছাড়লাম না। বার বার এই একুশকে আমরাই আগলে রাখি। এই যে সিডনীতে একুশকে উপলক্ষ করে একটি স্মারক স্তম্ভ তৈরী করা হলো তাও মানুষের মুখে মুখে হয়ে গেল শহীদ মিনার। এমন মাল্টি কালচারাল একটি সমাজে বাস করে অন্য ভাষাভাষীর মাঝে এই একুশের বিষয়টি যেন কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না। একুশ বা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্বন্ধে ওদের ধারনা হয় খুব কম অথবা একেবারেই নেই। অথচ এই একুশ আমাদের বাঙ্গালীদের জন্য কি বিশাল ব্যাপার। মাথায় এবার বুদ্ধি চাপলো। কি করে এই একুশ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বিষয়টি সবাইকে জানোনো যায়? মনে পড়ল গুগুলের কথা। গুগুল এখন পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং জন-সমাদৃত ওয়েব সাইট। যারা গুগুল ব্যবহার করেন তারা দেখেছেন যে গুগুল লেখাটি বিশেষ বিশেষ দিনে বদলে যায়। ওরা ওটাকে বলে গুগুল ডুডুল! একুশ এবং গুগুল নিয়ে একটি প্ল্যান করলাম। দুদিন ভাবলাম। আমি আঁকিয়ে নয় তবুও কাগজে কিছু কাঁটাকাটি করলাম এবং বুঝলাম আমার একজন শিল্পীর দরকার। কানাডাতে এক জন নামকরা বাঙ্গালী শিল্পী থাকেন। সৈয়দ ইকবাল। তার সাথে আমাদের পরিচয় দীর্ঘ দিনের। যখন কানাডা গিয়েছিলাম ইকবাল ভাই তার ঘড়ে নিয়ে তার শিল্প কর্ম দেখাচ্ছিলেন। একটি ছবির সামনে আমি আর মৌসুমী থমকে গিয়েছিলাম। পুরো তৈল চিত্রটি আঁকা হয়েছে একটি ভাঙ্গা দরজায়। ইকবাল ভাই বলল, ক্যানভাসের পয়সা নেই। রাস্তায় ঐ দরজা পড়ে ছিল ঘড়ে তুলে এন ওটাকেই ক্যানভাস বানালাম। মানুষটার শিল্পবোধ বুঝলাম। আমার তো এমনই শিল্পী দরকার। ইকবাল ভাই এর সাথে কথা বললাম। উনি শুনে শিহরিত হয়ে উঠলেন। সাত দিনের মাথায় একটি ডিজাইন করে পাঠালেন। চমৎকার ডিজাইন। এবার কঠিন কাজ। গুগুল এর সাথে কথা বলা। আমার তখন সময় নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। ধরলাম বাংলা সিডনীর আনিসুর রহমান কে। উনি আমার চেয়ে তিনগুন উৎসাহ নিয়ে গুগুলের সাথে কথা বলার দায়িত্ব নিলেন। তার পর অপেক্ষা---এক সপ্তাহ, দু সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ! নাহ! আনিস ভাই কোন আপডেট দিচ্ছেন না। চার সপ্তাহ পর উনি গুগুলের উপর বিরক্ত হয়ে জানালেন যে গুগুল উনার ডাকে সারা দিচ্ছেন না। এবার বোধ হয কলরেডির মাইক ভাড়া করা দরকার। আমি তাই করলাম। প্রথমে ইমেইল, একবার, দুবার, পাঁচবার। তাতেও সাড়া পেলাম না। ইন্টারনেটে যত সহজে গুগুল কে দেখা যায়, তত সহজে ওদের নিশানা পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ওদের দেখা মিলল। কথা হলো ওদের মার্কেটিং বিভাগের সাথে। আমি আমার সব জমানো তথ্য এবং ডিজাইন পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আমাদের তিনজনের নিশ্বাস বন্ধ করা অপেক্ষা। কারন জানুয়ারী মাস প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সপ্তাহ খানেক পর গুগুল আমাকে ফোন দিল। জানালো ওরা আইডিয়াটি পচ্ছন্দ করেছে। তবে কপিরাইটের কারনে ওরা ডিজাইনটি একটু বদল করে ওদের আর্টিষ্ট দিয়ে নতুন করে আঁকবে। আমি তো তাতেও খুশী! যাক তাহলে গুগুলে একুশ আসছে।কিন্তু না! উনি জানালেন ওদের পুরো বছরের পরিকল্পনা বছরের শুরুতেই হয়ে যায়। অতএব ওরা হুট করে ঐ বছরের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে গুগুল ডুডুল পরিবর্তন করতে পারবে না। খুব ভদ্র ভাবে জানালো যে এই আইডিয়াটি ওদের সেন্ট্রাল মার্কেটিং টিম কে আগামী বছরের জন্য অনুমোদন করতে বলবে। আমরা এই প্রক্রিয়াটি শুরু করে

ছিলাম ২০০৯ সনে। তার অর্থ পুরো এক বছর মানে- ২০১০ পর্যন্ত মুখে টেপ দিয়ে বসে থাকতে হবে? আমরা তাই করলাম। পুরো বারটা মাস চুপ করে বসে রইলাম। তবে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করলাম না। ভাবতে শুরু করলাম আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী সারা পৃথিবীর মানুষ যখন গুগুল টোকা দিবে আর দেখবে বাঙ্গালীর প্রিয় একুশকে তখন সবার কেমন লাগবে? এই ভাবনায় ২০১০ পাড় করলাম। নভেম্বার/ডিসেম্বার মাসে আবার তৎপর হয়ে উঠলাম। এবার খোঁজ নিতে হবে গুগুলের কাছে আমাদের প্রস্তাবের কি হোল? গুগুল-এর সাথে যোগাযোগ শুরু হলো। এবার ওদের খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধা হলো না। আগের সূত্র ধরে জানতে চাইলাম আমাদের ২১শের গুগুল ডুডুলের কি হলো? ওরা আবার সময় চাইল । কারন যে এই বিষয়টি দেখছিল সে আর ঐ দায়িত্বে নেই। এবার দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করলাম বেশ কদিন। ওরা কি শেষ পর্যন্ত রাজি হবে? দুদিন পরেই চিঠি এল গুগুলের কাছ থেকে। নাহ! ওদের মন গলানো গ্যালো না। ওরা খুব সুন্দর করে জানালো যে গুগুল ডুডুল বিশেষ করে মানুষের জন্মদিন বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ন দিনকে সেলিব্রেট করার জন্য গুগুলের লোগো পরিবর্তন করে। আমি বিষয়টি মেনে নিতে পারলাম না। ওদের ফোন করলাম । দীর্ঘক্ষন কথা বললাম। ওদের এই দিনটির গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওদের হৃদয়ে বোধ হয় বাঙ্গালীর চেতনা নেই। খুব সুন্দর করে বোঝাল যে একুশ কে আরো অনেক ভাবে পরিচিত করানো যায় এবং আপাতত ওদের গাইড লাইন অনুযায়ী ওরা ২১শের গুগুল ডুডুল দেখাতে পারবে না। আমার মুখে ভাষা ছিল না। ২১শে ফেব্রুয়ারী কে ওরা তেমন গুরুত্ব পূর্ন দিন মনে করছে না। খুব রাগ হলো। ওরা কেন যে আন্তর্জাতকি ভাষা দিবসকে গুরুত্ব দিচ্ছে না? আসলে দোষটা ওদের না। কারন ওদের হৃদয় উদ্বেলিত করার জন্য আমাদের যা যা করা দরকার আমরা তা করিনি। আমরা একুশ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসকে এখনো আমাদের থলেতে ডুকিয়ে রেখেছি-পাছে যেন চুরি না হয়ে যায়। গুগুল একুশকে তাদের ডুডুলের তালিকায় রাখেনি তাতে কি? এই লেখাটি যারা পড়ছেন তারা কি তাদের ফেস বুক আর ইমেইল এর নেট ওয়ার্কে ডিজাইনটি ছড়াবেন? দেখিনা এই ভাবে গুগুলের মন গলানো যায় কিনা।

probashimartins@gmail.com